বর্ষ ৩
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা

পানি সঙ্কট নিরসনে এক হতে হবে সবাইকে

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, পানি সঙ্কট চট্টগ্রাম মহানগরসহ সারা দেশের একটি সাধারণ সমস্যা এবং এ সঙ্কট নিরসনে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। ২৪ মার্চ বুধবার ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন সাতক্ষীরা পানী কমিটির সভাপতি এ বি এম শফিকুল ইসলাম

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক পূর্বকোণের সহকারী সম্পাদক ও চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগের আহ্বায়ক মুহম্মদ ইদ্রিস, মহিলা কমিশনার এডভোকেট রেহানা কবির রানু, একশনএইড বাংলাদেশের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইউনিটের (সিবিউ) ম্যানেজার আমিনুর রহমান, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের প্রধান নির্বাহী হাফিজুল ইসলাম নাসির, সাতক্ষীরা পানি কমিটির সভাপতি এ বি এম শফিকুল ইসলাম, স্থানীয় মহল্লা সর্দার ও কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি শওকত হোসেন, বেপাড়ীপাড়া ইয়ং সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মঞ্জুর মিয়া প্রমুখ। সভার শুরুতে 'চট্টগ্রামের পানি পরিস্থিতিঃ প্রসঙ্গ ঘাসফুলের কর্মএলাকা' শীর্ষক ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন সংস্থার গভর্নেন্স প্রোগ্রামের সহকারী ব্যবস্থাপক শাহাব উদ্দিন নীপু। শহরের বিভিন্ন এলাকার পানি চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্য তাহেরা বেগম, সদরঘাট এলাকা থেকে ঘাসফুলের সমিতি সদস্য মমতাজ বেগম, পূর্ব মাদারবাড়ি এলাকার ধাত্রী স্বর্ণেহার বেগম এবং পোস্তারপাড় এলাকার আলোয় সার্কেলের অংশগ্রহণকারী আনোয়ারা বেগম।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

তালিকাভুক্ত হয়ে সরকারী বই পেল ঘাসফুল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সরকারী বিনা মূল্যের বই বিতরণের তালিকাভুক্ত হয়ে ঘাসফুল পরিচালিত ২২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী বই পেয়েছে। এবার ১ম ও ২য় শ্রেণীর মোট ৬৯০ সেট বই পেয়েছে ঘাসফুল স্কুলসমূহ।

পাঠ গ্রহণ করছে ঘাসফুলের একটি এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীরা

প্রসঙ্গত গত বছর ঘাসফুল পরিচালিত ২৬টি এনএফপিই কেন্দ্রের ৭৬৫ জন শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো সরকারী বই পেয়েছিলো। থানা শিক্ষা অফিস এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে গেল বছর এসব বই পেলেও সরকারী বই বিতরণের তালিকায় ঘাসফুলের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। গত বছর বই প্রাপ্তির পর ঘাসফুল থানা শিক্ষা অফিসকে অবহিত করা হয়। থানা শিক্ষা অফিস অন্যান্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেও অনুরূপ চাহিদা সংগ্রহ করে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে বই সংগ্রহ করা হয়। ঘাসফুল সরকারী বই বিতরণের রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করে ১ম শ্রেণীর ৩৯০ সেট ও ২য় শ্রেণীর ৩০০ সেট বই সংগ্রহ করে।

এনজিও পরিচালিত স্কুলসমূহে সরকারী বই প্রদানের বিধি না থাকার প্রচলিত নীতিমালা পরিবর্তনে ঘাসফুলের অর্জন মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে এমন বেসরকারী সংস্থা সমূহের জন্য ঘাসফুল পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই কেন্দ্র সমূহে প্রতি বছর দুইটি শ্রেণী থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় ১ম শ্রেণী থেকে শুরু হয়। তবে এ ক্ষেত্রে স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নির্নীত হয় স্থানীয় এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে; শিশুদের শিক্ষাবঞ্চিত থেকে যাওয়ার হারের উপর।

মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্বর্ণপদকে ভূষিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ অধ্যক্ষ আবুল কাসেম সাহিত্য একাডেমি একুশে স্বর্ণপদক ২০০৪- এ ভূষিত হয়েছেন। গত ১২ মার্চ শুক্রবার নগরীর কে বি আব্দুল আজিজ মিলনায়তনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক ডঃ আব্দুল করিম সংবর্ধিত গুণীজনদের হাতে পদক তুলে দেন।

চোখে অস্ত্রোপাচারের কারণে মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ঢাকায় অবস্থান করায় তার পরিবারের পক্ষে তার ছোট বোন মিসেস মিনারা হোসেন পদক গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'একুশে স্বর্ণ পদক ২০০৪' প্রদান উপলক্ষে অধ্যক্ষ আবুল কাসেম সাহিত্য একাডেমি এই গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ডঃ আব্দুল করিম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম

(২য়- পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বারের সাবেক সভাপতি এডভোকেট সালেহ জহুর ও চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শামসুদ্দোহা। অনুষ্ঠানে ১৭ জন গুণী ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এই সম্মাননা লাভ করেন। প্রসঙ্গত, একই ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা লাভ করে ইতিপূর্বে সংবর্ধিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে 'ঘাসফুল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশের দরিদ্র অসহায়, পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে আসছেন। বর্তমানে ঘাসফুল চট্টগ্রাম মহানগরীর ১৪টি ওয়ার্ড, পটিয়া এবং হাটহাজারী উপজেলার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে।

গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ছোট বোন মিসেস মিনারা হোসেন তার পক্ষ থেকে পদক গ্রহণ করে বলেন, দীর্ঘ কর্মজীবনে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার বড় বোন যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যান তারই স্বীকৃতি এ সম্মাননা প্রদান। তিনি সমাজ উন্নয়নের জন্য তার বড় বোনকে জাতীয়ভাবে সম্মাননা প্রদানের দাবি জানান। মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের অবদানকে স্বীকৃতিদানের জন্য তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পদক গ্রহণ করছেন মিনারা হোসেন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তার এই দুরবস্থায় কে তাকে কাজের সন্ধান দেবে? তার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে আলোর প্রদীপ শিখা হাতে কে তাকে পথ দেখাবে? নাসিমার স্বপ্ন কোন একটা কাজ করে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার খরচ যোগানো। তিনি জানালেন, 'কোন একটা টুকটাক কাজ যদি পেতাম সেটাই আমার সম্বল হতো।' এমন হাজারো নাসিমা টুকটাক একটা কাজ খুঁজে ফিরবে আর কত কাল? আমাদের জানা নেই। ঘাসফুলের কর্ম এলাকা এবং দেশের সর্বত্র এমন হাজারো নাসিমার উপস্থিতি। ঘাসফুলসহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার নানান সেবামূলক কার্যক্রমে উপকৃত হচ্ছে দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষ। নাসিমাদের মতো সম্বলহীন জীবনে ঘাসফুল কিংবা অন্য কোনো সংস্থা কি পারে না তাদেরকে কোন একটা কাজের সন্ধান দিতে? পারে না এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সম্বল হয়ে দাঁড়াতে? এসব অসহায় বঞ্চিত নাসিমাদের জীবনে একটা সম্বল হয়ে ঘাসফুল এবং অন্যান্য সরকারী বেসরকারী সংস্থা যদি কোন একটা আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে তা হবে এই সব বঞ্চিতদের চলার পথের পাথেয়।

ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির এক সভা গত ২৭ মার্চ শনিবার সংস্থার প্রকল্প কার্যালয়ে কমিটির চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়।

নির্বাহী কমিটির বৈঠকে সদস্যবৃন্দ

কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হোসেন, কমিটির তিন সদস্য নাসরুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মোঃ শহীদ উল্লাহ, বিশিষ্ট চিকিৎসক, চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির পরিচালক, চট্টগ্রাম ক্লাব লিমিটেডের চেয়ারম্যান ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শামীম আক্তার।

সভায় সম্প্রতি সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন নাহার রহমান পরাণ অধ্যক্ষ আবুল কাসেম সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক 'একুশে স্বর্ণপদক ২০০৪'-এ ভূষিত হওয়ায় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। প্রসঙ্গত, প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকেও এ সময় তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

উদ্যোক্তাদের দলীয় সভা অনুষ্ঠিত

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা ঘাসফুল থেকে 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' (ইডিবিএম) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (জিইডিপি) সদস্য হয়েছেন এমন একটি দলের সাথে ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের এক যৌথ সভা গত ৭ জানুয়ারি লাইভলীহুড বিভাগের হল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্যোক্তাগণ বর্তমান বাজারের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা, দ্রব্যের গুণগত মান, স্বল্প পুঁজি, বিরাজমান আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল। বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম জামি উদ্দিন নতুন প্রণীত জিইডিপি নীতিমালা সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যের অবহিত করেন এবং মতামত জানতে চান। সদস্যরা ঋণ প্রকল্পের অতিমাত্রায় প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের সমালোচনা করেন। এছাড়া, ঋণের পরিমাণ বাড়ানোরও দাবী জানান। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেয়া হয়।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আঞ্জুমান বানু লিমা। বক্তারা বলেন, পানি সঙ্কট নগরীর সাধারণ চিত্র হলেও সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে বস্তিবাসীরা। তাদের পক্ষে কথা বলার লোক নেই বলে তারা নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। অনেক জায়গায় রাস্তার কল বন্ধ হয়ে গেছে বা অকেজো হয়ে রয়েছে। ফলে বস্তিবাসীদের চড়া দামে পানি কিনতে হচ্ছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ঘাসফুলের বিভিন্ন উপকারভোগী এ অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। বিশেষজ্ঞ আলোচকরা এর জন্য সরকারের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত দাবী করেছেন। তারা বলেছেন, সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলে এবং সে অনুযায়ী কাজ করলে পানি সঙ্কট থেকে উত্তরণ সম্ভব। এ জন্য তারা সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। মহিলা কমিশনার রেহানা কবির রানু এবং সাংবাদিক মুহম্মদ ইদ্রিস গরিব মানুষের অধিকার আদায়ের যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সাথী হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংলাপে সমবেতদের একাংশ

বিশ্ব পানি দিবসে নাগরিক সংলাপ ঃ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ ও একশন এইড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত নাগরিক সংলাপে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। এতে ঘাসফুলের চার শতাধিক উপকারভোগী এবং প্রকল্প কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশ নেন। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে এই নাগরিক সংলাপে মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ মাফিয়া বক্তব্য রাখেন। তিনি মোগলটুলি এলাকার পানি সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি তা সমাধানে কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগ দাবী করেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪১১ আমাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির বারতা নিয়ে আসুক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪

কোরআনের বাণী

যারা বিবাহে অসমর্থ তারা যেন নিজেদেরকে পূত-পবিত্র রাখিয়া অপেক্ষা করে যতক্ষণ না আল্লাহ আপন করুণায় তাদেরকে সচ্ছলতা দান করেন। (সূরা নূর, আয়াত: ৩৩)

ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলন ২০০৪

১৬-১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন। মাইক্রো ক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের আয়োজনে এই সম্মেলনের তত্ত্বাবধান করে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ দানে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর শীর্ষ অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। সত্তরের দশকে অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের হাত দিয়ে যে ক্ষুদ্র ঋণের যাত্রা শুরু হয়েছিলো তাই এখন বিশ্বের ১১৯ টি দেশের দারিদ্র বিমোচনের মডেল হিসেবে কাজ করছে। আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী এই ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমেই দারিদ্রের শেকল ভাঙ্গার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের সূতিকাগার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, ক্ষুদ্র ঋণ এখন দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হয়ে উঠেছে।

ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব এখন গোটা বিশ্বজুড়ে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য এর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে অসংখ্য মানুষ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র হ্রাসে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাইক্রো ক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন প্রতিবেদন ২০০৩ থেকে জানা যায়, ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সারা পৃথিবীতে ৬ কোটি ৭৬ লাখের বেশী দরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেবল এশিয়াতেই ৫ কোটি ৯৬ লাখ।

২০০৫ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' নির্ধারণ করেছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলন জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত পদপেক্ষের সহযোগী হয়ে থাকবে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে ঘাসফুলও ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের সাথে আমাদের স্বপ্ন একাকার হওয়ায় আমরা মনে করি দ্রুত বিশ্বের দারিদ্র হ্রাস পাবে; একই সাথে বাংলাদেশেরও।

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের অবস্থান

শাহাব উদ্দিন নীপু

পৃথিবীর দেশে দেশে নারীরা যখন জাতীয় চার দেয়ালের গন্ডি আর জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ভিন্নতায় প্রায় বিভক্ত, তখন একটি দিনকে ঘিরে তারা ঐক্যবদ্ধ; সমতা, ন্যায়বিচার, শান্তি এবং উন্নয়নের সংগ্রামে অগ্রসরমান। এই দিনটি হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জাতি সংঘসহ তাবৎ দুনিয়ার সব দেশ, জাতি ও সংস্থা যেমন এই দিনটি উদযাপন করে তেমনি অনেক দেশে এই দিনটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবেও পালিত হয়ে আসছে।

অতীতের ন্যায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন শ্লোগানকে সামনে তুলে ধরে ৮ মার্চ এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়। কেবল আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশ নয়, আমাদের দেশেও সরকারী-বেসরকারী একাধিক প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে দিনটি পালিত হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারীভাবে প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে 'নয় আর যৌতুক' এবং বেসরকারীভাবে 'সর্বস্তরে নারীর কাজের মূল্যায়ন চাই'।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঘাসফুলের র‍্যালী ছবি : জেব্রুন

জাতি সংঘের স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭৫ সাল থেকে দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ দিবস পালনের দীর্ঘ এক ইতিহাস রয়েছে। এ উপমহাদেশের মানুষ যখন সিপাহী বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করছে সেই ১৮৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের এক সূঁতা কারখানার ঘটে গেল তুলকালাম কান্ড। নারী শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বঞ্চনার প্রতিবাদ জানান এবং ন্যায্য অধিকার পূরণের দাবি তোলেন। সেই শুরু। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়েছে নারী অধিকার আন্দোলনের দিনগুলো। ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ঘোষণা দেন। অবশেষে জাতিসংঘ এ দিবসের তাৎপর্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বেসরকারীভাবে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য 'সর্বস্তরে নারীর কাজের মূল্যায়ন চাই' কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর অর্থবহ আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহ প্রত্যক্ষ করলে তা সহজে অনুধাবন করা যায়। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, গত কয়েক দশকে আমাদের দেশের নারীরা উল্লেখ্যযোগ্য হারে তাদের ছাঁচবদ্ধ জীবনের গন্ডি অতিক্রম করেছেন, পুরুষদের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছেন কর্মক্ষেত্রে, আয় ও উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে স্বাক্ষর রাখছেন যোগ্যতার। ট্রাডিশন ভাঙার এই হার সংখ্যার বিচারে খুব কম হলেও সমাজ বদলাচ্ছে, কিন্তু বদল ঘটছে না সামাজিক মূল্যায়নের। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও সে অর্থে উন্নয়ন ঘটছে না নারীর অবস্থানের। নারী সম্পর্কে এখনো সনাতনী সব ধারণা ক্রিয়াশীল আর তীব্র পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী গণমাধ্যমসমূহ পুনরুৎপাদন করে যাচ্ছে নারীর সনাতনী ইমেজের, প্রতি দিন। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদেরকে নারীর কাজের মূল্যায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।

অনেক নারী এখন কর্মক্ষেত্রে এবং পরিবারে উভয় ক্ষেত্রে সমানে কাজ করছে। অর্থাৎ নারী তার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের অচলায়তন ভেঙেছে ঠিক, কিন্তু পরিববার ও সমাজ তাকে সনাতনী ইমেজ তথা গৃহস্থালী নানা কাজেও বেঁধে রেখেছে। পাশাপাশি পুরুষ এখনো পারিবারিক গৃহ কর্মে উল্লেখযোগ্য হারে অংশ নিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, অনেক নারীকে এখনো মাস শেষে রোজগারের পুরো টাকাটা তুলে দিতে হয় স্বামী, পিতা কিংবা পরিবারের কর্তা বড় ভাইয়ের হাতে। ফলে, আমরা শঙ্কার সাথে দেখছি যে, উপার্জনে নারীর অভিগম্যতা তৈরী হলেও সে উপার্জন ব্যয়ে এখনো সব নারী স্বাধীন নয়। পরিবারের গৃহস্থালী কাজের জন্য নারীর আর্থিক কোনো মূল্যায়ন নেই। এক্ষেত্রে কাজের আর্থিক মূল্য তো দূরে থাক, প্রয়োজনীয় স্বীকৃতিও মেলে না। কর্মজীবী নারীকে এখনো পারিবারিক গৃহকর্ম সামাল দিতে গিয়ে নাকাল-নাজেহাল হতে হয় পরিবারের সদস্যদের হাতেই।

আমাদের দেশসহ উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে নারীর কাজের ক্ষেত্র এখনো সীমিত। নারীকে এখনো অফিসের ফ্রন্ট ডেস্কের মতো কিছু ফ্রেমবদ্ধ কাজে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার কারণে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নারী নিয়োজিত হতে পারছে না চ্যালেঞ্জিং পেশায়। গণমাধ্যমসমূহ নারীকে মানুষ নয় পণ্য হিসেবে তুলে ধরতে অভ্যস্ত এবং নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও তা অব্যাহতই আছে। কর্মক্ষেত্রে নারী নানা বৈষম্যের শিকার। কর্মক্ষেত্রে যাতায়তের সময় নারী মুখোমুখি হচ্ছে নানা সহিংসতার। পারিবারিক ও সামাজিক নানা সহিংসতা, হয়রানি, ন্যায়বিচার বঞ্চনার কারণে নারীর কর্মস্থল হয়ে উঠেছে ঝুঁকির। চাকুরী

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আকতারীর সংসারে ফেরা

মোহাম্মদ আরিফ

ভিক্ষা করে জীবন চালানো এক মায়ের কন্যা আকতারী। বাবা মারা যায় অনেক দিন আগে। সংসারে মা-মেয়ে দু'জন। মা সারা দিন মানুষের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে যা পায় দু'জনের কোন মতে চলে। মায়ের বয়স ৫০ বছর আর আকতারীর ১৫। বড় এক বোনের বিয়ে হয়েছে। তিনি স্বামীর সাথে থাকেন। তবে কোনো ঠিকানা নেই। পথে-ঘাটেই তাদের সংসার। বড় দু'ভাই বিয়ে করে আলাদা থাকেন। দিন মজুর ভাইদের অবস্থাও করুন।

এমনিভাবে চলছিল তাদের মা-মেয়ের সংসার। আকতারী রান্না-বান্না করে, পানি আনে, সংসারের টুকিটাকির জন্য দোকান-পাটে যায়। ঘরের অদূরেই দোকান। দোকানের মালিক বয়োবৃদ্ধ জমির আলীকে সহযোগিতা করে তার ১৮ বছরের ছেলে করিম আলী। দু-তিন ক্লাস পড়ে আর স্কুলে যায় নি। হাল ধরেছে বাবার সংসারের। এই দোকানে টুকিটাকি কিনতে আসে আকতারী। এই আসা-যাওয়াতে ভাব জন্মে করিম আলীর সাথে আকতারীর। সে এলেই করিম আলী গল্প-সল্প করে, আর সওদা কিনে বাড়ি ফিরে যায় আকতারী।

বর্ষাকাল। সরু গ্রামীণ পথের উপর টিনের টং দোকান করিম আলীদের। দোকানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণফুলীতে মিলিত হওয়া বর্ষার ভরা খাল। পাশে উঁচু কিছু জমিতে নৌকা মেরামতের কাজ হয়। দু'একটা নৌকা খাল বেয়ে মালা মাল নিয়ে যায়, আবার কখনো বা যাত্রী। দোকানের আশে পাশে দু'একটা বাড়ীও আছে। এই বাড়ীগুলিরই একটি করিম আলীদের। কিছুটা সচ্ছল তারা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির এমনি এক দিন আকতারী একলা মুদি বাজার করবে বলে আসে করিম আলীর দোকানে। জন শূন্য পরিবেশে করিম আলী আকতারীকে ভেতর আসার আহ্বান জানায়। আকতারীও বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে দোকানে প্রবেশ করে। আর তখনই ঘটে দুর্ঘটনা যা একজন নারীর জীবনে চরম অবমাননাকর, ভীষণ লজ্জার, সম্ভ্রম হারানোর। ভেতর থেকে দোকানের দরজা বন্ধ। ভেতরে করিম আলী আর আকতারী। এমনি সময়ে নৌকা মেরামতের মিস্ত্রী আসে পান-বিড়ি কিনতে। বন্ধ দোকানের ভেতর থেকে মানুষের গোঙ্গানীর শব্দ শুনতে পান মিস্ত্রী। মিস্ত্রীর হাক ডাকে লোকজন জমা হয়ে গেল সেখানে। অনেক মানুষের সামনে আকতারী বের হল দোকান থেকে। ঘৃনায়, লজ্জায় তার মাথা নত। করিম আলী নির্বিকার। তবে, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কর্ণফুলী থানার সহযোগিতায় এক মাসের মধ্যে আকতারী ও করিম আলীর মধ্যে যৌতুক বিহীনভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। মায়ের ভিক্ষার টাকায় কেনা একটি মাত্র শাড়ী দিয়ে বিয়ে হলো আকতারীর। স্বামীর ঘরের সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ঘরে তুলতে বাধ্য হয় করিম আলী; থানা-পুলিশ ও সমাজের কতিপয় ভাল মানুষের প্রভাবে। এমনিভাবে কেটে যায় আকতারীর বিবাহিত জীবনের চার-পাঁচ মাস। কাহিনীর এখানে সমাপ্তি ঘটলে সমস্যার কিছু হয়তো ছিলো না। কিন্তু ঐ যে কেবল চার-পাঁচ মাস। ঘাসফুলের আইনি সহায়তা প্রকল্পে একদিন আবেদন আসে। আবেদনে আকতারী তুলে ধরেছেন, তার স্বামী পক্ষের অন্যায় যৌতুক দাবী আর নির্যাতনের করুণ চিত্র। লিখেছেন, ছয় মাস যাবৎ তিনি মায়ের কাছে পড়ে আছেন। স্বামী তার কোন খোঁজ-খবর নিচ্ছেন না, খোরপোষও দিচ্ছেন না। বিষয়টি নিয়ে আইনি সহায়তা প্রকল্প প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। সালিশী বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। উভয় পক্ষের কথা শুনে ঘাসফুলের নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেয় আকতারী তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবেন। তার শ্বশুরের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে কিছুটা সুবিধা হয় সালিশী বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

পরের দিনই আকতারী স্বামীর ঘরে ফিরে আসে। আকতারীর মায়ের দাবী ছিল- শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এসে আকতারীকে নিয়ে যাবে। সে অনুযায়ী তাদেরকে জানানো হয় যাতে বউকে ঘরে তুলে নেন। এক মাস পরে প্রকল্প থেকে ফলো আপ করে জানা গেল-তারা ভালই আছে। পরবর্তীতে দুই মাসের মাথায় আকতারীর শ্বশুর একটা অভিযোগ করলেন যে, আকতারী নাকি মায়ের বাড়ীতে গেলে আর আসবে না। আমরা ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আকতারীর কাছে গেলাম। সাথে মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রাপ্ত আরেকজন সমাজ কর্মী দরিদ্র নারী রেহেনা খাতুন। তাদের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আকতারীকে জানানো হল আগামী ছয় মাস তিনি মায়ের বাড়ী যাবেন না। তার মা মাসে দু'বার এসে তাকে দেখে যাবেন। আকতারীর ঘর থেকে ফেরার পথে রেহেনা খাতুন জানালেন তার করুণ কাহিনী। মাত্র দু'টি কাপড়ে আকতারী আজ এক বছর কাটাচ্ছেন। নাকে কোন নাকফুল নেই, হাতে নেই এক গাছি চুঁড়ি। ঘাসফুল ও ট্রাস্টের আইনি সহায়তায় আকতারী ফিরে পেয়েছেন তার সংসার, স্বামী। কিন্তু নাক ফুল, চুঁড়ি পরার অধিকার কি কখনও পাবেন আকতারী? *(সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় চরিত্র চিত্রণে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে।)*

ভুক্তভোগীর চোখে

নাসিমাদের আত্মকথা

লুৎফুন্নেসা লিমা

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বিগত কয়েক বছর তার কর্ম পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। সমাজে বসবাসরত এই সকল মানুষের সুবিধার্থে ঘাসফুল যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো হলো শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা, গর্ভবতী নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং সাধারণ নারী ও শিশুসহ দরিদ্র মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা এবং ট্রাস্ট প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন আইনি সহায়তামূলক কার্যক্রম। ঘাসফুলের এই কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করতে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় অগণিত মানুষের ব্যতিক্রমধর্মী অসংখ্য ঘটনার ইতিহাস। এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক শ্রেণীর মানুষের কাছে ঘাসফুল তাদের জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে আছে, আবার এমন এক শ্রেণী আছে যারা কি না বেঁচে থাকার অবলম্বনের খোঁজে ঘাসফুলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ঘাসফুল তার এই বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের অবস্থা ও অবস্থানগত উন্নয়নে যে সব ইতিবাচক অবদান রাখছে তা বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উপকারভোগীরা তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে সীমিত চাওয়ার প্রেক্ষিতে সংস্থাকে আরো বেশী সমৃদ্ধশালী করতে চায়। বিভিন্ন উপকারভোগীর সাথে আলোচনায় তাদের এ সব প্রত্যাশার কথা জানা গেছে। এ সব উপকারভোগীর মধ্যে রয়েছেন কেউ স্বামী হারা, কেউ সংসার পরিত্যাক্ত, আবার কেউ বা সংসারে অসচ্ছলতার শিকার। তারা সংস্থার কাছে আশা করে এমন কিছু যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সুফল বয়ে আনবে। তাদের ছোট ছোট চাওয়ার মধ্যে রয়েছে নিজে কিছু আয় করে সংসারের কাজে লাগানো। ঠিক এমন একজন হলেন নাসিমা। ২৭ বছর বয়সে স্বামী হারিয়ে আজ তিনি নিঃস্ব, অসহায়। স্বামী ছিলেন টেম্পো চালক। স্বামীর সীমিত রোজগার দিয়েই সংসার খুব ভালোভাবেই চলছিলো। টাকা-পয়সা কম থাকলেও সুখের কমতি ছিল না।

আরো সমৃদ্ধির আশায় তিনি সম্পৃক্ত হন ঘাসফুলের সাথে। সমিতির সদস্য হয়ে স্বামীর গাড়ী মেরামতের জন্য নাসিমা ঘাসফুল থেকে তিন দফায় ঋণ নেন যথাক্রমে ৫ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা এবং ১৫ হাজার টাকা। ঋণের কিস্তিও সময় মত পরিশোধ করেন। কিন্তু ৩য় দফা ঋণ নেয়ার পর নাসিমার স্বামীর ধরা পড়ে কঠিন অসুখ। অল্প কিছু দিনের ভেতর বিবাহিত জীবনের মাত্র দশ বছরের মাথায় স্বামীকে হারান তিনি। সমিতিতে জমানো টাকা দিয়েই কিস্তি চালিয়ে নেন। স্বামী মারা যাওয়া এবং জমানো টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে অনেক কষ্ট করতে হয় তাকে। দুই সন্তানের জননী নাসিমাকে সংসার চালাতে সবার করুনা প্রার্থী হতে হয়। ভাইয়ের সংসারে বোঝা হয়ে না থেকে নাসিমা চায় কিছু করতে। ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে। তাদের পড়ালেখার খরচ যুগিয়ে কোন মতে বেঁচে থাকার তাগিদে নাসিমা চায় একটা কাজ।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীমুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এই প্রতীকি দিবসে বিশ্বের নানা স্থানের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। নারী নির্যাতন রোধে চট্টগ্রাম জেলা কমিটিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কমিটির একটি সক্রিয় সংগঠন হিসেবে ঘাসফুল এসব অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। জেলা কমিটি আয়োজিত র‍্যালীতে ঘাসফুলের অর্ধ শতাধিক উপকারভোগী অংশ নেয়। এর পর ডিসি হিলের মুক্ত মঞ্চে নারী দিবসের বিশেষ আলোচনা শেষে ঘাসফুলের 'সপ্তবর্ণ নাট্যদলের' মানবাধিকার বিষয়ক নাটক 'মানুষের পালা' মঞ্চস্থ করা হয়।

ডি সি হিলের মুক্ত মঞ্চে মানুষের পালার একটি দৃশ্য

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে নগরীর ১২ ওয়ার্ডে ঘাসফুলের ওয়াচ গ্রুপ

নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা প্রতিরোধে ঘাসফুলের উদ্যোগে চলতি বছরে নগরীর ১২টি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ কাজ করছে। গত বছর অনুরূপ গ্রুপের সংখ্যা ছিলো আট।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে গত ৭ মার্চ ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ে ওয়াচ গ্রুপসমূহের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্বের আটটি ওয়ার্ডের ওয়াচ গ্রুপ পুনর্গঠনের পাশাপাশি নতুন চারটি ওয়ার্ডে ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। যে সব ওয়ার্ডে ঘাসফুলের কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ কাজ করছে সেগুলো হলো ২৮ নং পাঠানটুলি ১৪ নং লালখান বাজার, ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদ, ৩৬ নং গোসাঈল ডাঙ্গা, ৩০ নং পূর্ব মাদার বাড়ী, ২৯ নং পশ্চিম মাদার বাড়ি, ২৩ নং উত্তর পাঠানটুলি, ২৪ নং উত্তর আগ্রাবাদ, ৩৮ নং দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর, ৩৭ নং উত্তর-মধ্যম হালিশহর, ৩৩ নং ফিরিঙ্গি বাজার এবং ২৫ নং রামপুরা।

কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা প্রতি মাসে একবার বৈঠক করে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন। এ ছাড়া তারা নিয়মিতভাবে তাদের এলাকার সমস্যা পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোন সমস্যা পেলে তা অতিসত্ত্বর ঘাসফুলকে অবহিত করেন। ঘাসফুল মানবাধিকার সংস্থা ব্লাস্টের সহায়তায় তা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পশ্চিম মাদারবাড়িতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঘাসফুলের কাপড় বিতরণ

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে কাপড় বিতরণ করা হয়েছে। গত ২১ মার্চ রোববার সকালে সংস্থার পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ প্রকল্প কার্যালয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার আলহাজ্ব আলী বক্স ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে একটি করে নতুন শাড়ি ও আরো কিছু পুরনো কাপড় তুলে দেন।

প্রসঙ্গত, ঘাসফুলের কর্মএলাকা পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ উদয়ন গলি থেকে রেল বিট পর্যন্ত এলাকায় গত ১৫ মার্চ ২০০৪ দিবাগত গভীর রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে অর্ধশতাধিক দোকানসহ তিন হাজার বস্তিঘর পুড়ে যায়। এই অগ্নিকান্ডে ঘাসফুলের লাইভলীহুড ও রিফ্রেক্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ৬০ জন উপকারভোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে এই ৬০ জন উপকারভোগীকে একটি করে নতুন শাড়ি এবং দাতা সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশের আহ্বানে অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহায়তায় কিছু পুরনো কাপড় বিতরণ করা হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন, ম্যানেজার আবেদা বেগম, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক মারুফুল করিম, রিফ্রেক্ট প্রশিক্ষক ও সহকারী কর্মকর্তা খালেদা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুলের ইএসপি শিক্ষার্থীরা ভর্তি হলো সরকারী স্কুলে

এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ইএসপি) অধীনে ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্নকারী ১২২ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্রাকের আর্থিক সহায়তায় পটিয়াতে ঘাসফুল ১৫ টি ইএসপি স্কুল পরিচালনা করে গত বছর। এ বছরও সমপরিমাণ স্কুল পরিচালনা করছে ঘাসফুল। ব্রাক ক্যারিক্যুলাম অনুযায়ী ইএসপি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত। গত বছর ঘাসফুলের ১৫০ জন শিক্ষার্থী ৩য় শ্রেণী সম্পন্ন করে উত্তীর্ণ হয় যাদের মধ্যে ১২২ জন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মজীবী হওয়ায় বাকি শিক্ষার্থীরা কর্মে নিয়োজিত হয়ে গেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। যে সব স্কুলে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে লাখেরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর কানাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোলাগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

১২ নতুন স্কুলের যাত্রা শুরু

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির (এনএফপিই) অধীনে ঘাসফুল চলতি বছরের শুরুতে ১২ টি নতুন স্কুল চালু করেছে। গত বছর যে সব স্কুলের শিক্ষার্থীরা এনএফপিই গ্রাজুয়েট হয়ে যায় সে সব শিক্ষা কেন্দ্রে ১ম শ্রেণীর এই স্কুলসমূহ শুরু হয়েছে। ঘাসফুল চলতি বছরে ১ম শ্রেণীর ১২ টি নতুন স্কুলসহ ৯ টি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুল এবং একটি চিলড্রেন স্পেসসহ মোট ২২ টি স্কুল পরিচালনা করছে। ঘাসফুল পরিচালিত প্রতিটি এনএফপিই শিক্ষা কেন্দ্রে পৃথক পৃথক সময়ে দুইটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করা হয়। অন্যদিকে নগরীর পূর্ব মাদার বাড়ীস্থ সুইপার কলোনীতে ঘাসফুল পরিচালনা করছে একটি চিলড্রেন স্পেস। এতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা নাচ, বিষয়ভিত্তিক সংগীত, নাটক, কবিতা আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গল্প বলা, বই পড়া প্রভৃতি সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও চর্চার সুযোগ পেয়ে থাকে। একজন প্রশিক্ষক এই চিলড্রেন স্পেস পরিচালনা করে থাকেন।

পটিয়ায় সালিশ-মীমাংসা কার্যক্রম শুরু হলো

জেন্ডার নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে গত মার্চ মাসে দু'টো সালিশের মীমাংসা হয়েছে এবং অপর একটি সালিশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়া, স্ত্রীকে নির্যাতন, বিবাহ পূর্ব সম্পর্কের পর বিয়ে করা, স্বামীর নির্যাতন ও যৌতুক দাবি প্রভৃতি ঘটনায় এ সব সালিশের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে যৌতুকের সালিশের মীমাংসা না হলেও অপর দু'টো সালিশ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়েছে এবং উভয় পক্ষ সালিশের রায় মেনে নিয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে সমস্যা সমাধানের অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই কার্যক্রম নিয়ে ব্লাস্টের আর্থিক সহায়তায় পটিয়ার দু'টো ইউনিয়নে কাজ করছে ঘাসফুল। প্রসঙ্গত, এসব সালিশে নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যরা ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জন প্রতিনিধি এবং প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত সালিশের ঘটনায় পটিয়ার কোলাগাঁও এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় এই পদ্ধতিটি ঘাসফুলের সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা সালিশকে স্বাগত জানান।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে ঘাসফুলের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ইএসপি) শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ইএসপি শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় কোলাগাঁও ইউপি চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী।

ঘাসফুলের ধাত্রী আম্বিয়া খাতুন স্মরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ধাত্রী আম্বিয়া খাতুনের মৃত্যুতে সংস্থার প্রকল্প কার্যালয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রসঙ্গত, দেশের দরিদ্র, অসহায়, অধিকারবঞ্চিত মায়েদের প্রসবকালীন সহায়তার জন্য ঘাসফুল ১৯৯৩ সালে যে ৭১ জন 'ঐতিহ্যবাহী ধাত্রী' কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের একজন ছিলেন মরহুম আম্বিয়া খাতুন। দীর্ঘ এক দশক ধরে তিনি ঘাসফুলের স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং এ সময়ে তার হাত ধরে ৪ শতাধিক নবজাতক পৃথিবীর আলো দেখেছে। দীর্ঘ দিন ধরে ডায়াবেটিস রোগে ভোগার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মারা যান।

ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় মরহুমার পরিবারের পক্ষ থেকে তার স্বামী লেদু মিয়া এবং মেয়ে মনোয়ারা বেগম উপস্থিত ছিলেন। শোক সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডাঃ সায়েমা আক্তার, লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন, মরহুম আম্বিয়া খাতুনের দীর্ঘ সময়ের সহকর্মী ধাত্রী রেজিয়া, সিএম সেলোয়ারা বেগম প্রমুখ। তারা মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, অত্যন্ত বিনয়ী ও সদালাপি মরহুম আম্বিয়ার মৃত্যুতে মোগলটুলি এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষ তাদের একজন পরম বন্ধুকে হারালেন।

প্রশিক্ষণ- কর্মশালা

ভেতরে

- বিফ্লেক্টের 'পোষ্ট এক্টিভিটি ও অব্যাহত শিক্ষা' প্রশিক্ষণ গত ২৮- ২৯ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়।
- নতুন সমিতি সদস্যদের জন্য ১৭ মার্চ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে ১৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- সমিতির দলনেত্রীদের জন্য ঘাসফুল ট্রেনিং হলে 'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয় যাতে ২৮ জন দায়িত্বশীল সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- সমিতি সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ, দল ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন ও স্বাবলম্বী হওয়ার কৌশলসমূহ তুলে ধরে ১৮ মার্চ পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও- এ অবস্থিত ঘাসফুলের এরিয়া অফিসে 'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়।
- ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাদের 'মৌলিক প্রশিক্ষণ' ২৬-২৮ জানুয়ারি ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

বাইরে

- একশনএইড বাংলাদেশের আয়োজনে মানিকগঞ্জে ২০-২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত 'প্রশিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ' নিয়েছেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আঞ্জুমান বানু লিমা।
- ব্লাস্ট আয়োজিত ৩০-৩১ মার্চ 'একশন রিচার্স এস্ট্রেটেজি' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, অফিস সহকারী কাম একাউনটেন্ট সাইফুদ্দীন আহমেদ এবং সালিশ কর্মী মোহাম্মদ তসলিম।
- ২০-২৪ মার্চ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (ইডিবিএম)' প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।
- সেন্টার ফর ফটোগ্রাফী এন্ড ভিজ্যুয়াল আর্টস আয়োজিত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত 'ফটোগ্রাফী প্রশিক্ষণ' নিয়েছেন প্রশাসন সহকারী মামুনুর রশীদ ও লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম খান।
- মাইক্রো ফিনেন্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এমডিসি)-র আয়োজনে ৮-১১ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মাইক্রো ফিনেন্স ইন্সটিটিউশনসমূহের জন্য ফিনান্সিয়াল এনালিসিস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ও লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন।
- বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ২৪ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন সংস্থার চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ।
- ৩০ মার্চ ঢাকাস্থ ব্রাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং দি ইনষ্টিটিউট এন্ড পলিসি সার্পোট ইউনিটের যৌথ আয়োজনে 'ইন্টিগ্রেটিং এনভায়রনমেন্টাল ইনপুট ইনটু দি বাংলাদেশ পিআরএসপি' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী।
- 'সবার জন্য শিক্ষা: জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত ফ্লিপ-চার্ট পরিচালনা বিষয়ক অবহিতকরণ' কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী। ১৩ মার্চ নোয়াখালীতে এনআরডিএস-এর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৬-১৯ মার্চ ঢাকা শেরাটন হোটেলে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত 'মাইক্রো ক্রেডিট সামিটে' অংশ নিয়েছেন চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরান, নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ও লাইভলীহুড বিভাগ সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন।
- থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ১২-১৪ জানুয়ারি এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়নাল নেটওয়ার্কস অন এইচআইভি/এইডস আয়োজিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক অন্টারনেটিভ কমিউনিটি ফোরাম ২০০৪ টুওয়ার্ডস কমিউনিটি একসেস' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ।
- গণস্বাক্ষরতা অভিযানের আয়োজনে ২০ মার্চ ঢাকাস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়নে অনুষ্ঠিত তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সাক্ষরতা সংস্থাসমূহের স্থায়িত্বশীলতা অর্জন শীর্ষক সেমিনারে অংশ নিয়েছেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক অনজুমান বানু লিমা।

র‍্যালী ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণে ঘাসফুল

অমর একুশে উদযাপন ও ৫২-র ভাষা শহীদদের স্মরণে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে র‍্যালী ও স্থানীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করা হয়।

এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ইএসপি) অধীনে ঘাসফুল পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্র এবং জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের উপকারভোগীরা পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে মহান একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করে। র‍্যালীতে স্থানীয় কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর আলী চৌধুরী, ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার, স্থানীয় আনসার-ভিডিপি কমান্ডারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। র‍্যালী শেষে তারা স্থানীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন।

এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপে কিশোর-কিশোরীর মেলা

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ১৮ মার্চ কিশোর-কিশোরীর মেলা বসেছিলো। এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপে অংশ নিতে আসা অর্ধ-শতাধিক কিশোর-কিশোরীর কোলাহলে মেতে ছিলো ঘাসফুলে প্রকল্প কার্যালয়। কিশোরকালের স্বাভাবিক পরিবর্তন ও তা নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং ব্যক্তিগত জীবনকে আরো সুন্দর করার কিছু দিক-নির্দেশনা দান-এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীরা মূলতঃ ঘাসফুল এনএফপিই স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এবং পাশাপাশি ঘাসফুল ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সদস্য। কর্মশালাটি দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিলো। মৌলিক বিষয়ে প্রথমে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়। এর পর কিশোরকালের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক হয়। মৌলিক আলোচনায় কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের বিষয়ে তথ্য, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, অর্থনৈতিক ও বেআইনী অপরাধের আইনগত শাস্তি নিয়েও তাদেরকে সাধারণভাবে অবহিত করা হয়।

কিশোর বয়সের নানা সমস্যা তুলে আনা এবং তা সমাধানে গ্রুপ ওয়ার্ক হয় এবং দলীয় কাজের উপস্থাপনার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের নানান জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হয়।

- ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটর্স ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের 'ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপে' অংশ নিয়েছেন নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী।

পটিয়ায় জিও এনজিও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসেন কামাল বলেছেন, সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে প্রতি উপজেলায় এ ধরনের জিও এনজিও সমন্বয় সভা প্রতি মাসেই অনুষ্ঠিত হবে। ইউএনও গত ২৮ মার্চ রোববার সকালে পটিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জিও এনজিও সমন্বয় সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন।

সভায় বক্তব্য রাখছেন আফতাবুর রহমান জাফরী

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের সমন্বয়ে পটিয়ায় কর্মরত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের এই সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউএনও আরো বলেন, এ ধরনের জিও এনজিও সমন্বয় সভার সূচনা এই পটিয়া থেকেই হয়েছে বলে এ ক্ষেত্রে অন্যান্য উপজেলার জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে পটিয়া।

সমন্বয়ক সংস্থা হিসেবে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সভা পরিচালনা করেন। সভায় পটিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে কাজ করছে এমন ছয়টি সংস্থার প্রতিনিধি অংশ নেন। সমন্বয় সভার কাজের সুবিধার্থে সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নাম, ঠিকানা, কার্যক্রম এবং কর্মএলাকার তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং উন্নয়ন সংস্থা নওজোয়ানকে তা সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতির বক্তব্যে ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ঘাসফুল এখানে আপনাদের উন্নয়নের সহযোগী হতেই এসেছে। এখানকার জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়-রোজগার প্রভৃতি বিষয়ে ঘাসফুল এবং সাজেদা সিরাজ ফাউন্ডেশন কাজ করবে।

সরাইপাড়া ঃ ১৫ মার্চ নগরীর ১১ নং ওয়ার্ডের উত্তর সরাইপাড়াস্থ হাজী সুলতান কোম্পানীর বাড়ীর আঙ্গিনায় অনুরূপ এক কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার শেখ মোহাম্মদ শাহজাহান। সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আশফাকুর রহমান ও ওয়াহিদুল আমীন, স্কুল শিক্ষিকা মীনা রাণী দেবনাথ, স্থানীয় নারী নেত্রী রুবিনা, ১১ নং ওয়ার্ড সচিব ধ্রুব দাশ, ওয়ার্ড মেম্বার নবাব আলী প্রমুখ। বক্তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন।

দক্ষিণ-মধ্যম হালিশহর ঃ এর আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ-মধ্যম হালিশহরের আদর্শ পাড়ায় অপর এক কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইভলীহুড সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ৩৭ নং ওয়ার্ড কমিশনার আলহাজ্ব মোঃ জাকারিয়া। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিল্পপতি আলহাজ্ব মোঃ আবদুচ্ছালাম, শাহ আলম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কেবল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম নয়, ঋণকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের মূল হাতিয়ারে পরিণত করতে হবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে। তারা পরনির্ভরশীলতা দূর করে সবাইকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানান এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে দারিদ্রকে জয় করার কথা বলেন।

চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি সম্পন্ন

'জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের অধীনে পটিয়ার চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো কুসুমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়, লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়, আইয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় এবং খলিল মীর ডিগ্রী কলেজ। চলতি বছরে এ ধরনের মোট ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচি সম্পন্ন হবে।

মানবাধিকার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানানো, জাতি সংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং মানবাধিকার আইন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ব্লাস্ট ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে তা অনুসরণ করা হচ্ছে।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নাটক শেষে বিভিন্ন স্থানে দর্শকরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চেয়েছেন নাটকে যা বলা হয়েছে তা সত্য কিনা। চাপড়া গ্রামে নাটক মঞ্চায়নকালে একজন নারী দর্শক নিজ জীবনের সাথে মিল খুঁজতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সপ্তবর্ণ নাট্যদলের আলো চক্রবর্ত্তী, রেহানা বেগম, গুলশান আরা, নুরুন নাহার নার্গিস, তমালী সেন, জেসমিন আক্তার, সালমা বেগম, শফিকুল, হারুন, সুমন, পিংকি, জুয়েল, নাসির, রাবেয়া, মামুন এবং সাগর।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সেবা ঃ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে স্থায়ী ক্লিনিকের ১৫ টি সেশন ও ১৪ টি স্যাটেলাইট সেশনে মোট ৫০৩ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৮৭ জন শিশু ও ৪৯৬ জন নারী।

ইপিআই ঃ ইপিআই কর্মসূচির অধীনে এ সময়ে ৩২২ নারী টিকা গ্রহণ করেন এবং একই সময়ে ৪৭৬ জন শিশুকে টিকা দেয়া হয়।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ এ সময়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ২,৩৭১ জন দম্পতি। এদের মধ্যে ১,৭৩৬ জন নারী ও ৬৩৫ জন পুরুষ। তাদের মধ্যে ৩২৩ জন জন্ম বিরতিকরণ ইনজেকশন ও ১৩ জন আইইউডি গ্রহণ করেছেন ঘাসফুল এফপি ক্লিনিক থেকে। বন্ধ্যাকরণের জন্য ১৪ জনকে ও ২ জনকে নরপ্লান্টের জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।

নিরাপদ প্রসব ঃ এ সময়ে প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের সহায়তায় ৩৩৫ নবজাতকের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৫ জন ছেলে ও ১৫৬ জন মেয়ে।

গার্মেন্টসে স্বাস্থ্য সেবা ঃ ২৪ টি গার্মেন্টসের ৫,৪২৪ জন কর্মীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় এ সময়ে। এদের মধ্যে ৪,৪১৪ জন মহিলা ও ১,০১০ জন পুরুষ।

গ্রুপ মিটিং ঃ এ তিন মাসে স্বাস্থ্য বিষয়ক আটটি গ্রুপ মিটিং হয়েছে যেখানে ৯৯ জন নারী অংশ নিয়েছেন।

জাতীয় টিকা দিবস ঃ জানুয়ারি মাসে জাতীয় টিকা দিবসের ১ম রাউন্ডে ৩,৬৬৩ জন এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ৩,৫৪৪ জন শিশুকে পোলিও'র টিকা খাওয়ানো হয়। ২য় রাউন্ডে ২,৭২৮ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুলও খাওয়ানো হয়।

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে কর্মচ্যুতির ক্ষেত্রে এখনো যোগ্যতার বিচারে নয় লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপটে নারীকেই বলির পাঁঠা হতে হয়। আজকের এই দিনে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৯৭ সালে সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করছে ঠিকই; কিন্তু তা নীতিমালাই রয়ে গেছে। সরকার সিডও সনদসহ আন্তর্জাতিক নানা দলিলে স্বাক্ষর করলেও তার বাস্তবায়ন নেই। উপরন্তু, রাজনৈতিক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে নারীকে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত ছবি দেখলে মনে হয় এ সব নির্যাতন কেবল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের শাস্তি(!) নয়, নারী হিসেবে তার বিরুদ্ধে এক প্রকার নিপীড়ন। কাজের ক্ষেত্রে নারীর আগল ভাঙ্গার পাশাপাশি যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে তার বিপরীতে গড়ে উঠা এ সব বিরুদ্ধ প্রবণতা রুখে দাঁড়াতে তাই নারী নির্যাতন রোধে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ, নাগরিক সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের সন্মিলিত প্ল্যাটফরম 'নারী নির্যাতন' রোধে চট্টগ্রাম জেলা কমিটি' সমস্বরে আওয়াজ তুলতে চায়-সর্বস্তরে নারীর কাজের মূল্যায়ন চাই; পরিবারিক গৃহ কর্মে নারীর কাজের স্বীকৃতি চাই; গণমাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের সমন্বয় চাই; সব ধরনের কাজে নারীর সমান প্রবেশাধিকার চাই; নারীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা চাই; প্রতিবাদী কোনো নারীর উপর নিপীড়ন আর নয়; নয় আর যৌতুক।

(আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৪ উপলক্ষে গত ৮ মার্চ র‍্যালী উত্তর ডিসি হিলে 'নারী নির্যাতন রোধে চট্টগ্রাম জেলা কমিটি' আয়োজিত আলোচনা সভায় ধারণা পত্র হিসেবে উপস্থাপিত। ঈষৎ সংশোধিত)

বর্ষ ৩
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

হাটহাজারীর সাদেক নগরে ঘাসফুলের কমিউনিটি সভায় বক্তারা

গরিব মানুষের অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহির উদ্দিন বাবর বলেছেন, 'কেবল ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া নয়, গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সত্যিকারের অবদান রাখতে হলে এই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।' ইউএনও গত ২১ জানুয়ারি বুধবার হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দন ইউনিয়নের সাদেক নগরস্থ বালুশাহ মাজার প্রাঙ্গণে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল আয়োজিত কমিউনিটি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সাদেক নগরে অনুষ্ঠিত কমিউনিটি সভায় বক্তব্য রাখছেন (বাম থেকে) ইউএনও জহির উদ্দিন বাবর, ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, এ এম এম আব্বাস চৌধুরী, পাশে উপস্থিতির একাংশ

ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক এ এম এম আব্বাস চৌধুরী, স্থানীয় গুমানমর্দন ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফজল করিম, ইউপি সদস্য আব্দুল হাকিম ও জানে আলম প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি আলহাজ্ব আনোয়ারুল আজিম চৌধুরী বাবুল, বিশিষ্ট সমাজসেবক সুলতানুল আলম, আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী, ডাঃ অলি আহাদ চৌধুরী, ডাঃ নুরুল আবছার, তোফায়েল আহমদ প্রমুখ।

এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান ও স্থানীয়দের বিভিন্ন প্রত্যাশার বিপরীতে ঘাসফুলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন। বক্তারা এই এলাকায় ঘাসফুলের কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে সংস্থার কাছে তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের মাঝামাঝি ঘাসফুল এখানে অনুরূপ একটি কমিউনিটি সভার আয়োজন করেছিলো; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কিছু জটিলতার কারণে মধ্যবর্তী সময়ে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করতে না পারলেও আগামী মাস থেকে তা শুরু হতে যাচ্ছে। ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রম সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং এসব নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিমত জানার জন্য প্রায়ই এ ধরনের কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়।

এতে বক্তারা শিক্ষা সঙ্কটসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এসব প্রত্যাশার বিষয়ে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সমস্যা যেহেতু নির্দিষ্ট করা গেছে সেহেতু ক্রমান্বয়ে এগুলোর সমাধানও সম্ভব হবে। সরকারের সহযোগী সংগঠন হিসেবে জনগণের এসব চাহিদা পূরণে ঘাসফুল স্থানীয় সরকারের সাথে এক যোগে কাজ করবে বলেও সমবেতদের জানানো হয়। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে ঘাসফুল পুরস্কৃত

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশ নিয়ে শুভেচ্ছা পুরস্কার লাভ করেছে ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা। ২৬ মার্চ এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে ঘাসফুল স্কুলের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। এছাড়া চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কয়েক হাজার শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। সকালে দিবসের অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

পটিয়া ঃ এদিকে, মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পটিয়া *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পটিয়ার ১০ গ্রামে মানবাধিকার নাটক 'মানুষের পালা'র মঞ্চায়ন

মানবাধিকার বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে ঘাসফুলের 'সপ্তবর্ণ নাট্যদল' পটিয়ার ১০ টি গ্রামে 'মানুষের পালা' নাটকটি মঞ্চায়ন করেছে। ঢাকাস্থ 'মিডিয়া মিক্স' এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় নাটকটি নির্মিত হয়।

যৌতুক ও তালাকের পাশাপাশি ভালোবাসাপূর্ণ সংসার, ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্ম নেয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ, উত্তরাধিকার, নারীর চলাচল, সালিশের গণতন্ত্রায়ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা, নারী ও শিশু নিযাতন দমন আইন ২০০০ সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে নাটকটি নির্মিত হয়। যে সব গ্রামে নাটকটির মঞ্চায়ন হয় সেগুলো হলো পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের লাখেরা, চাপড়া, কোলাগাঁও, নলান্দা, বাণী গ্রাম, সাততে তৈয়া ও চাপড়ী এবং ১নং ক চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নের চরপাথর ঘাটা, খোয়াজনগর ও ইছানগর গ্রাম।

গম্ভীরাধর্মী এ নাটকের মঞ্চায়ন উত্তর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া থেকে এর প্রভাব সম্পর্কে জানা গেছে। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
আঞ্জুমান বানু লিমা

কার্নিভাল, ৫১ ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ইমেইল: ghashful@spnetctg.com হতে প্রকাশিত।